গনতন্ত্রের অন্যরূপ ও ইসলামী শাসন নিয়ে কিছু কথা

আহমেদ

যে গনতন্ত্র কালের গতিতে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তাকে সমুন্নত করতে ইসলাম বিরোধী কাজও করতে আমাদের দ্বিধা থাকছে না। এই গনতান্ত্রিক রাজনীতি সবাই করতে পারে না। একজন মানুষ প্রথমে ত্যাগী তারপর রাজনীতিবীদ এরুপ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। রাজনীতি একটি মহান ব্রত যদি ব্যক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিচ্যুত না হয়। কিন্তু আমরা বাস্তবে যা দেখি রাজনীতি একটি ব্যবসা । রাজনীতিবীদদের ব্যবসায়ীক মনোভাব না থাকলে রাজনীতিতে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারন শুধু দেশসেবার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতি করা অসম্ভব কিন্তু আমরা সাধারন মানুষেরা এই সত্যকে মেনে নিতে চাইনা। আমরা বরাবরই চাই সবচেয়ে ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক লোকজনরাই দেশের কর্নধার হোক কিন্তু এ ধরনের লোকেরা সংখ্যায় নগন্য এবং তারা অতদূর পর্যন্ত পৌঁছাবার আগেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ঝরে পড়ে কারন তারা আদর্শের কারনে কারো সাথে সমঝোতা করতে চায় না।

রাজনীতিতে বন্ধুহীন হলে সাফল্য আসে না। রাজনীতিতে যে প্রচার প্রচারনা চালানোর খরচ তা সাধারন লোকের থাকে না তাই সাধারন হতে রাজনীতিতে আসা খুবই কঠিন কিন্তু পারিবারিক ভাবে রাজনীতিক হওয়া আবার তুলনামূলকভাবে সহজ। অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতিকরা ব্যবসায়ী ও বিশেষ কিছু মহলের কাছ থেকে অর্থ ও নানারকম সাহায্য নিয়ে থাকে তাদের বিশাল রাজনৈতিক প্রচারনা, সভা, মিছিল, জনকল্যানমূলক কাজ করার জন্য । যার প্রতিদান স্বরুপ ক্ষমতায় আরোহনের পর ঐসব পক্ষকে বিশেষ সুবিধা করে দিতে হয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই বিভিন্ন সেল থাকে বিশেষ কিছু কাজ করার জন্য। মাস্তানবাহিনী পোষার জন্য, পররাষ্ট্রনীতির জন্য, সংবিধান বিশ্লেষনের জন্য, মিডিয়ায় প্রচারনার জন্য, ব্যবসায়ীদের সাথে লবিং এর জন্য, দেশের আইন-বিচার বিভাগ বিশ্লেষনের জন্য ইত্যাদি। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে মাস্তান রাজনীতি। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য মাস্তান বাহিনী পুষতে হয় নতুবা নিজের প্রচার প্রচারনা অথবা টু-পাইস পয়সা কামানোর সুযোগ থাকে নাহ। তৃনমূল থেকে রাজনীতিতে আসতে হলে এসব ক্ষেত্রে ছাড় না দিলে টিকে থাকা অসম্ভব। তাই আমাদের দেশে মাস্তানবাহিনী পোষার সেলদের কর্মতৎপরতা দেখার মত কারন দেশে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি যে হারে বেড়েছে তাতে এই সেলের ব্যস্ততা ও চাহিদাও বেড়েছে। এরা সকলেই চিহ্নিত কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তাদের কদর এখনও কমেনি।

উন্নত বিশ্বে যেমন যুক্তরাষ্ট্র , এখানে মাস্তান সেলের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে(যদিও কম আছে তা অত্যন্ত গোপনীয় কেননা যদি তা প্রকাশ পায় তাতে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ধ্বংস অর্নিবায)। যদিও এটা আমার অনুমান তবে এসব দেশের অপরাধ জগৎ এর সাথে রাজনৈতিক সংস্পর্শ বাংলাদেশের তুলনায় খুবই কম হলেও একেবারেই নেই তা আমার মেনে নিতে আপত্তি আছে।তবে এদের ব্যবসায়ীক সেল, মিডিয়া সেল গুলোর প্রভাব আমাদের দেশের মাস্তান সেলগুলোর চেয়েও বেশী কেননা এদের যে লবিং তা আইন বর্হিভূত নয়।

অনেকক্ষেত্রে জনসমর্থনের বিপক্ষে গেলেও রাজনীতিকরা অস্তিতের স্বার্থে এসব সেলের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য হয়। এখানেই গনতন্ত্রের পরাজয় আর গনতন্ত্র তাই রুপান্তরিত হয়ে এখন কিছু ব্যবসায়িক মহল বা প্রভাবশালী চক্রের হাত দ্বারাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এসকল ক্ষেত্রে রাজনীতিকরা বেশীরভাগ সময় হাতের পুতুলের মতন হয়ে থাকে। কারন এসব মহলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব যদি না জনগনের মধ্যে তার ব্যাপক সমর্থন ও বিশ্বাস থাকে। যুক্তরাষ্টতে আমরা এ ধরনের কর্পোরেট গনতন্ত্রের বিকাশ দেখি। আর বাংলাদেশে মাস্তান-চাদাঁবাজি ও দুর্নীতির গনতন্ত্র । বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারপ্রধাননের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ নেই। এসব ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের জন্যই তাদের বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হয়।

তবে সব সরকারই জানে জনগনের হাতে টাকা থাকলে লোকে ন্যায়-অন্যায়, রাজনীতি নিয়ে মাথা কম ঘামায়। আমাদের দেশের লোকের পেটে ভাত কম পড়ে বলেই আমরা বিশ্ব নিয়ে অত মাথা ঘামাই, একাধিক বাঙ্গালী একত্রিত হলেই রাজনীতির আলাপ হবে প্রথম পছন্দ। অথচ ন্যায়-নীতি, মানবাধিকার , সামাজিক সমস্যা নিয়ে আমাদের সাধারনের মধ্যে যে অসচেতনতা তা গনতান্ত্রিক সরকারের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। গনতন্ত্রে সমকামিতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, দেহ-ব্যবসাকে বৈধ করা হয়েছে, ১৮/২০ বৎসরের আগে কেউ স্বাবলম্বী ও প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তার বৈবাহিক সম্পর্ককে অবৈধ করা হয়েছে কিন্তু অবৈধ যৌন সম্পর্ককে উৎসাহিত করা হয়েছে। গনতন্ত্রে অর্থনৈতিক

সুবিধার জন্য অন্য কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে উৎখাত করতে নিরুৎসাহিত করেনি বরং বিশেষ গোষ্ঠির সুবিধা ও জনগনের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য তা বৈধ বলে গন্য হয়েছে ও হবে। কারন আমরা সাধারনরা পেটে খাবার পড়লেই খুশি কিন্তু ন্যায় নীতি নিয়ে আমাদের থোড়াই কেয়ার! আর আমাদের সকল তুষ্টি পূরন করতেই গনতন্ত্রের ছদ্মরুপ নিয়ে আমাদেরই মনের গোপন কামনা বাসনা ক্ষমতায় আসীন। একে গনতন্ত্র থেকে পৃথক করা আর গনতন্ত্র না থাকা সমান কথা।

গনতন্ত্রে রাজনীতি একটি পেশার মত বা ব্যবসার মত। কার ইচ্ছা নিজের খেয়ে পরে আরেকজনের ভালর জন্য রাস্তায় শ্লোগান দিতে, মিটিং এ ঘন্টার পর ঘন্টা বিরক্তিকর ভাষন শুনতে। বিনা পয়সায় দেয়ালের পর দেয়ালে পোস্টার লাগাতে ? কোন স্বার্থ না থাকলে লোকজন বেহুদা এভাবে সময় নষ্ট করতে চাইবে না। আর তাই গনতন্ত্রের রাজনীতি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেশ ও দশের সেবার বদলে ব্যবসা হয়ে দাড়িয়েছে। আর এখানেই ক্ষমতায় যাবার লোভ আসে তাদের মধ্যে।

আমার উদ্দেশ্য গনতন্ত্রের কুৎসা করা নয় বরৎ এর সীমাবদ্ধতা গুলো কিছুটা তুলে ধরা। আমি যা বলতে চাই তা হলো গনতন্ত্রও অ্যাবসুলেট নয়। একজন মুসলমান হিসেবে রাষ্ট্রের কর্নধার হিসেবে ও রক্ষক হিসেবে আমি আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করাকেই শ্রেয় মনে করি। একটি ইসলামী রাষ্ট্রে কে প্রতিনিধি হবে তা গৌন কেননা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ খুবই কম থাকে। সম্পূর্ন রাষ্ট্রই চলবে একটি মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে - ইসলামী শরীয়াহ এর উপর ভিত্তি করে, মজলিশে শূরার উপর ভিত্তি করে।

ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনীতি বলতে কোন ব্যবসার অস্তিত্ব নেই। কারন এ ব্যবস্থায় কেউ নেতা হবার জন্য প্রতিযোগীতা করবে না বরং রাষ্ট্রই উপযুক্ত লোককে নির্দিষ্ট কাজের জন্য নিযুক্ত করবে। খুব সহজেই যে প্রশ্নটি সবার মনের ভেতর আসে তা হলো ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিকার। কেননা আমাদের দেশে ১৫% অমুসলমান রয়েছে তাদের কি চোখে দেখা হবে? অমুসলমানরা বিচার কার্যের জন্য তারা তাদের নিজ বিধান অনুসরন করতে পারে । ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা শুধু জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়েই মাথা ঘামাবে না বরং জনগন তাদের ধর্মীয় নেতা হিসেবেও দেখবে আর তাই স্বভাবতই একজন অমুসলমানের ইসলামী রাষ্টের প্রতিনিধিত্ব করা প্রায় অসম্ভব। তবে মুসলিম জনগনের দৃষ্টিভঙ্গি যদি এমন হয় যে তারা অমুসলমানকে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে না দেখে বরং তাদের চুক্তিভিত্তিক কর্ম সম্পাদনকারী হিসেবে দেখে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রে তাদেরও শাসনক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থলে নিয়োগ করা অতি সম্ভব। তবে রাষ্টের সর্ব্বোচ্চ পদ নিয়ে অবশ্যই মতবিভেদ থাকবে। এখানে মুসলমানরা শুধু দেশপ্রেম আর মানবপ্রেম দিয়ে নয় তার সাথে তাদের বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধানকে দেখতে চাইবে আর তাই ইসলামী শরিয়াহতে অমুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া অসম্ভব। আমি মনে করি মুসলমানদের পরিচয় প্রথমে সে মুসলমান তারপর কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। তেমনিভাবে আমি মনে করি আমাদের জন্ম শুধু কয়দিন উপভোগ করে চির শায়িত হওয়া নয় বরং সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য করা আর তার আনুগত্য করার পদ্ধতি জন্যই রয়েছে ধর্মগ্রন্থ। যদি আমার বিশ্লেষনে কোন ভুল থাকে তবে কেউ তা শুধরালে উপকৃত হব। ধন্যবাদ।

bd_ahamed@hotmail.com

---

[1]যে কোন মন্তব্য প্রেরন করুন : সম্পাদক, সদালাপ ডট কম